দৈনিক
আমাদের সময়

05 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... 2 ...

বাজেটে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক নিরাপত্তা

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও জননিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি সরকারের দয়ালু মনোভাবের বহিপ্রকাশ। কিন্তু এসব কাজে অর্থসংস্থানের জন্য রাজস্ব আদায়ে যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন প্রয়োজন তা দেখানো হচ্ছে না। গত বছর রাজস্ব আদায় লক্ষ্য অর্জনের দিক থেকে হতাশাব্যঞ্জক

শায়েস্তা খাঁর আমলে যখন টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত এই বাংলায় তখনো কিছু লোক না খেয়ে থাকত। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সৎ শাসনের উদাহরণ দেওয়া হয় হজরত ওমরের শাসনকে, সে আমলেও শুধু পানি জ্বাল দিয়ে সন্তানকে ভাতের জন্য অপেক্ষায় রেখে দরিদ্র মায়ের ঘুম পাড়ানোর চেষ্টার কথা তো বই-পুস্তকেই পাওয়া যায়। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছি, এর মানে হচ্ছে মাথাপিছু প্রয়োজন হিসাব করে যে পরিমাণ মোট চাল দরকার তা আমরা উৎপাদন করি। স্বাধীনতার শুরুতে চালের উৎপাদন ছিল মাত্র এক কোটি মেট্রিক টন। এখন আমাদের চালের উৎপাদন প্রায় চার কোটি মেট্রিক টন। অবশ্য জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে এখনো দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ দুবেলা পেট ভরে ভাত পায় না। বাজারে ও সরকারের ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুদ থাকার পরও এটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের অভাবে। আমাদের মাথাপিছু আয় মার্কিন ডলারের হিসাবে প্রায় ১৫শ অতিক্রমের পথে। কিন্তু এর দ্বারা দারিদ্র্য বা চরম দারিদ্র্যের অবস্থা অনুধাবন করা যাবে না। বাজেটের দর্শন তথা সরকারি আয়-ব্যয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার কথা কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি। এই দর্শন মাথায় রেখেই গত ২ জুন জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সরকারের ধারাবাহিক দুই মেয়াদের টানা অষ্টম বাজেট দিলেন ইংরেজি সাহিত্যের তুখোড় ছাত্র পরবর্তীকালে উন্নয়ন অর্থনীতি অধ্যয়নকারী অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

উইলিয়াম শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের বিখ্যাত একটি উক্তি 'আই মাস্ট বি ক্রুয়েল অনলি টু বি কাইন্ড', অর্থাৎ 'দয়ালু হতেই আমাকে অবশ্যই নির্দয় হতে হবে'। বাড়তি অর্থসংস্থান করে সামাজিক নিরাপত্তার বলয় স্থায়ী চেষ্টার কথা বিবেচনা করলে উপরোক্ত উক্তিটি এবারের বাজেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সামাজিক নিরাপত্তার আওতা গত বছরের চেয়ে এবার ২২ শতাংশ বেড়েছে। বয়স্ক-ভাতা পাবে ৩১ লাখ ৫০ হাজার বৃদ্ধ। ভাতা বেড়েছে ১০০ থেকে ৫০০ টাকায়। বিধবা-ভাতা, স্বামী নিগ্রহ, দুস্থ নারী-ভাতা পাবে ১১ লাখ ৫০ হাজার জন। তারাও পাবে ১০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করে। ভিজিএফ কার্ডের সংখ্যা দুই লাখ ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগকারীর সংখ্যা ৯০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। পৌর এলাকার ১ কোটি ৮০ হাজার ৩শ দরিদ্র মাকে ল্যাক্টেটিন মাদার সহায়তার কর্মসূচিভুক্ত করে ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৭ লাখ ৫০ হাজার করা হয়েছে। প্যারালাইসিস আক্রান্ত, হিজড়া, বেদে, চা শ্রমিকসহ অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কেউ বাদ যায়নি সামাজিক নিরাপত্তা বলয় থেকে। ৫০০ টাকা অতি সামান্য হলেও নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে এই টাকার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এখন ৬০০ টাকা দিয়ে ২০ কেজি মোটা চাল পাওয়া যায়। সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টির পর এবারের বাজেটের অন্য একটি উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি। গত ৮ বছরে আমাদের বাজেটের আকার তিনগুণ বেড়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে যেখানে বাজেটের আকার ছিল ১,১৩,৮১৫ কোটি টাকা। তা বেড়ে এই বছর দাঁড়িয়েছে ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকায়। দীর্ঘদিন থেকে আমরা বলে আসছিলাম শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। '১৮৬৮ সালে জাপানে মেইজি রেস্টোরেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে জাপানে সাক্ষরতার হার ছিল ইউরোপের চেয়ে বেশি। ১৯০৬-১১ সালে জাপানের মোট বাজেটের ৪৩ শতাংশ বরাদ্দ ছিল শিক্ষায়।

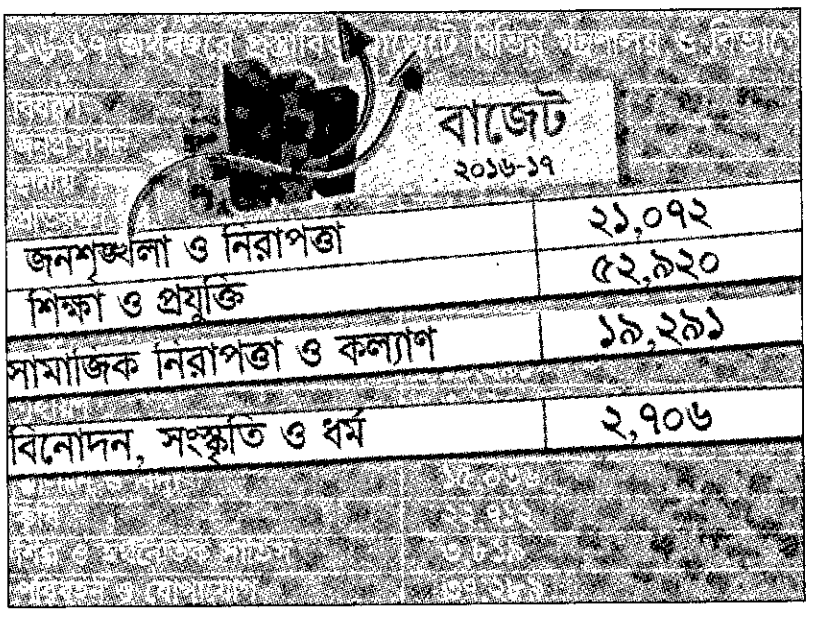

বিংশ শতাব্দীর পরে জাপানের যে উত্থান এবং আজ যে জাপানকে আমরা দেখছি তা এরই ফল– এ কথা বলতে আর কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়।' ('ভারত : উন্নয়ন ও বঞ্চনা'- জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন)। বহু আলোচনা এবং সমালোচনা শেষে শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি যুক্ত করে এবার এ খাতে বাজেটের ১৫.৬ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা দীর্ঘদিন যাবৎ ১০ শতাংশের কম-বেশি ছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারি কোষাগার থেকে বেতন পায় এমন শিক্ষকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই বৃদ্ধি অত্যন্ত অপ্রতুল। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট বরাদ্দ প্রয়োজন।

জননিরাপত্তা খাতে আমাদের বরাদ্দ বরাবরই কম ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক বিবেচনায়ও পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাত ছিল সর্বনিম্ন। আমরা সবাই নিরাপত্তা চাই। কিন্তু নিরাপত্তা প্রদানকারীদের সংখ্যা ও সক্ষমতা না বাড়িয়ে তা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে এবার বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে যা বাজেটের ৬.২ শতাংশ। দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছি কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান হুমকি জঙ্গিবাদ দমন সম্ভব নয়। সর্বব্যাপী একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন জঙ্গি উত্থানের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করতে পারে। আমাদের সাংস্কৃতিক ও শিশু সংগঠনগুলোকে সক্রিয় করতে হবে। ১৬ কোটি মানুষের দেশে সংস্কৃতি খাতে দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র এক কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ৩৬৫ কোটি টাকা। এবার তা বাড়িয়ে ৪২১ কোটি টাকা করা হয়েছে। তবে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, বাজেট বরাদ্দের ৮০ শতাংশ চলে যায় বেতন-ভাতা ও প্রশাসনিক কাজে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অবশিষ্ট থাকে মাত্র ২০ শতাংশের কম। অবশ্য একই অবস্থা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বেতন-ভাতাদি পরিশোধের পর শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে ২০ শতাংশের কম অবশিষ্ট থাকে। সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতে অর্থ বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে। বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম খাতে বাজেট বরাদ্দ এখনো মোট বাজেটের ১ শতাংশের কম। সম্ভব হলে এ বছরই এই বরাদ্দ দ্বিগুণ করা উচিত।

শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও জননিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি সরকারের দয়ালু মনোভাবের বহিপ্রকাশ। কিন্তু এসব কাজে অর্থসংস্থানের জন্য রাজস্ব আদায়ে যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন প্রয়োজন তা দেখানো হচ্ছে না। গত বছর রাজস্ব আদায় লক্ষ্য অর্জনের দিক থেকে হতাশাব্যঞ্জক। তারপরও রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে গত বছরের চেয়ে ২৫ শতাংশের বেশি! এই বছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য দুই লাখ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন করপদ্ধতি যৌক্তিকীকরণ এবং কর ফাঁকি রোধে কোম্পানির অডিট ব্যবস্থার উন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে কিছু নিষ্ঠুর হতে হলেও সরকারকে তাই করতে হবে।

লেখক : উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়